ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে ইসলমিক সেন্টার অব সাউদার্ণ ক্যালিফোর্নীয়া দান বাক্স খুলে। ছবি: একুশ

বাড়ি ক্রয়ের পর প্রবাসী ক্রেতাদের অভিযোগ

একুশ ডেস্ক

সম্প্রতি কমিউনিটির বাড়ি ক্রেতাগণ স্বদেশী-বিদেশী বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে অস্বচ্ছ ও সত্য গোপন করে বাড়ি বিক্রয়ের অভিযোগ করেছেন। তাদের অভিযোগ, এজেন্টগণ ঘটনাকে স্পষ্ট না করে বাড়ি বিক্রয় করেছেন কমিশনের প্রত্যাশায়। তাদের অভিযোগ, বাড়ি কেনার সময় ব মাসিক পেমেন্ট হবে এক অথচ পরে দেখা যাচ্ছে পেমেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে তার দ্বিগুণ। আমরা বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ করলে তারা জানালেন, বাড়ি বিক্রয়ের সাথে লিস্টিং এজেন্ট, বাড়ি বিক্রয়ের এজেন্ট, লোন এজেন্ট এবং এসক্রো জড়িত। এক্ষেত্রে লোন এজেন্টের ভূমিকা মূখ্য। অনেক ক্ষেত্রে মাসিক পেমেন্ট এক হাজার ডলার প্রথম ছয় মাস এবং তারপর দুই হাজার হবে। এ ধরণের ডীল লোন কোম্পানী দিয়ে থাকে কিন্তু এজেন্ট বিষয়টা বিক্রয়ের মাধ্যমে কমিশন পাওয়ার জন্য স্পষ্ট করে কিছু বলেন না, ফলে বছর ঘুরতেই পেমেন্ট বৃদ্ধিতে মাথায় হাত। কমিউনিটির এজেন্টকে বিশ্বাস করে আপনি কাগজ পত্রে সই করেছেন অথচ হিতে বিপরীত হয়ে পড়েছে। বাড়ি বিক্রয়ের এজেন্ট এবং লোন এজেন্ট একই ব্যক্তি বা পৃথকজন হতে পারে। কিন্তু উভয়ই ঘটনাটা জেনে চেপে যান। কারণ, ক্রয় করতে রাজি না হলে তারা কমিশন থেকে বঞ্চিত হবেন। এক্ষেত্রে বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও লোনের উপর সচেতনাতামূলক সেমিনারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। দায়িত্ববান এজেন্ট/লেন্ডিং এজেন্টদের আহ্বান করবো, কমিউনিটির মানুষদের স্বার্থে আপনারা এগিয়ে এসে ক্রেতাদেরকে বাড়ি ক্রয়ের উপর সচেতনমূলক সতর্কতা ও জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা করুন যাতে অসৎ এজেন্ট কর্তৃক কেউ আর প্রতারিত না হতে পারে। সম্প্রতি ইন্সুরেন্স-এর উপর অনুরূপ সচেতনমূলক একটি সেমিনার হয়। মেট লাইফের শহিদুল ইসলাম সেমিনারের আয়েজন করে প্রশংসিত হন। বাড়ি ক্রয়ের পর ক্রেতাদের কোন অভিযোগ থাকলে একুশ-এর মতামত বিভাগে পাঠাতে পারেন। আমরা সকলের স্বার্থে তা তুলে ধরবো।

লস এঞ্জেলেসে আবার

ফোবানা

একুশ রিপোর্ট

সম্প্রতি স্টার অব ইন্ডিয়ায় অনুষ্ঠিত তরঙ্গ অব ক্যালিফোর্ণিয়ার এক সভায় ডঃ জয়নুল আবেদীন বক্তব্যকালে ঘোষণা দিয়ে বলেন যে, মাসুদ রব চৌধুরী সহকারে আগামীতে লস এঞ্জেলেসে ফোবানা নিয়ে আসবেন (দুই ফোবানার একটি, যেটি ২০০৮ সনে নিউইয়র্কে হবে সেই অংশের) এবং উক্ত ফোবানা নর্থরীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে উদযাপন করবেন বলে ঘোষণা দেন। আগামী অর্থাৎ ২০০৯ সনে হয়তো তিনি লস এঞ্জেলেসে ফোবানা আনার প্রচেষ্টা করছেন। আবার ফোবানা লস এঞ্জেলেসে আসবে শোনামাত্র কমিউনিটির মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনার সাড়া পড়ে গেছে। কেউ কেউ মন্তব্য করে বলেছেন, এবার ডঃ জয়নুল আবেদীনকে বিকল্প পলিটিক্সে ফোবানা করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, অতীতে যতবার ফোবানা লস এঞ্জেলেসে হয়েছে, তার বিরুদ্ধে একই সময়ে পাল্টা অনুষ্ঠান পড়েছে। এবারেও পড়বে কিনা তা বলা মুশকিল। তবে একপক্ষ বলেন, দুই ফোবানা ঐক্যবদ্ধ না হলে তারা কোন ফোবানার কার্যক্রমের সাথে জড়িত হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে ১০ আঙুলের ছাপ লাগবে

২০০৭-১২-০৫ : এনা নিউইয়র্ক

মার্চ থেকে ১০ আঙুলের ছাপ নেবে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন বিভাগ। ইমিগ্র্যান্ট ভিসায় প্রথমবার এবং নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসায় আগতদের জন্য প্রাথমিকভাবে জেএফকে, ভার্জিনিয়ার ডালাস, বষ্টন, ডেট্রোয়েট, আটলান্টা, হিউষ্টন, মিয়ামি, ওরল্যান্ডো ও সানফ্রান্সিসকো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে এ ব্যবস্থা চালু করা হবে। ৩ ডিসেম্বর হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে বার্তা সংস্থা এনা এ তথ্য জানাতে পেরেছে। ইউএস-ভিজিট প্রোগ্রামের আওতায় বিদেশিদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহল আরো বেশি করে নিশ্চিত হতে চায় যে, যিনি আমেরিকায় প্রবেশ করছেন তার সঙ্গে সন্ত্রাসীদের কোনো সম্পর্ক নেই। এছাড়া ১০ আঙুলের ছাপ পরীক্ষার ফলে গলাকাটা কিংবা জাল পাসপোর্টে আমেরিকায় প্রবেশের পথও বন্ধ হয়ে যাবে বলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ধারণা। জানা গেছে, নতুন এ ব্যবস্থা চালুর জন্য ইতোমধ্যেই ১৭০ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে চালু রীতি অনুযায়ী নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসায় প্রবেশের সময় চেক পয়েন্টে বিদেশিদের দুই আঙুলের ছাপ নেয়া হচ্ছে। এর ফলে সন্ত্রাসী হিসেবে সন্দেহভাজনদের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সময় অনেক ক্ষেত্রেই নানা অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার স্থলে ১০ আঙুলের ছাপ নেয়া হলে নিখুঁতভাবে যাচাই করা সম্ভব হবে খুব দ্রুত। এছাড়া গুরুতর অপরাধী এবং অবৈধ ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে তালিকাভুক্তদের নামের সঙ্গেও মিলিয়ে দেখা সহজ হবে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র রাস নোকস বলেছেন, বায়োমেট্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করায় নিরাপত্তার ব্যাপারটি নিখুঁত হবে। আগামী বছরের শেষ নাগাদ আমেরিকার প্রতিটি এয়ারপোর্টকেই এ ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। একই সঙ্গে সীমান্ত এবং সমুদ্রবন্দরেও চালু করা হবে ১০ আঙুলের ছাপ নেয়ার কার্যকন্দ্কম। ট্রাভেল ইন্ডাষ্ট্রি এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এর ফলে বার্ষিক ৩ কোটি ৫০ লাখ বিদেশিকে ১০ আঙ্গুলের ছাপ দিতে হবে এবং তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড আমেরিকার ডাটাবেজে সংরক্ষিত হবে।

রূপা ফারুকীর

''বিটার সুইটস'' বই প্রকাশ

একুশ রিপোর্ট

রূপা ফারুকীর বই মূলধারায় (ইংরেজীতে) প্রকাশিত হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০০৭ এর 'মরি ক্লেয়ার' ম্যাগাজিন ও ইউএসএ টুডে তে তার বইয়ের উচ্চ প্রশংসিত রিভিউ প্রকাশিত হয়েছে। লন্ডনের স্ট্রীট মার্টিনস প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত। গল্পের মূল বিষয় হলো, করিম পরিবারের তিন পুরুষের ঘটনাবলী সম্বলিত যা ট্র্যাডিশন, কর্মময় এবং মিথ্যাচারিতার উপর আবৃত। সমালোচনায় বলা হয়েছে, কেন আপনি এই বই পছন্দ করবেন ? কারণ, এর মধ্যে মহিলাদের ঘটনাবলী এবং রং বেরংয়ের ঢাকাইয়া শাড়ির বর্ণনা ও ডিজাইন জীবন্তময়। বইয়ের গল্পের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হলো, দৌহিত্রের রকব্যান্ড কনসার্টে দাদীমার বাংলাদেশী নৃত্যে মাতোয়ারা দৃশ্যের বর্ণনা।

Memorable line: "She looked down at her sari, which seemed outrageously garish in this new gloomy and solemn world - dressed for a party, she had been taken to a wake."

একজন বাংলাদেশী পিতা ও পাকিস্তানী মাতার সন্তান রূপা ফারুকী লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন ও লন্ডনে বড়ো হয়েছেন। দুই সন্তান সহ স্বামী নিয়ে লন্ডনে তার বসবাস। বইটি আমেরিকানদের মধ্যেও সাড়া জাগিয়েছে।

বাংলাদেশী মুসলিম গোরস্থান নির্মাণে পদক্ষেপ:

একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ

গত সংখ্যার খবর

একুশ ডেস্ক

গত সংখ্যায় লস এঞ্জেলেসে রোড রেইজের শিকার নিরীহ বাংলাদেশী পরিবারের সংবাদের মধ্যে আমরা উল্লেখ করেছিলাম, বাংলাদেশী গোরস্থান নির্মাণ বিষয়ক সংবাদ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছিলো প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য একটি কবরস্থান গড়ে তোলা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে আতিক ভাই ও লালু ভাই সহ আরও কয়েকজন মিলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু জায়গা কিনে রেখেছিলেন। আমরা বলেছিলাম বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য একটি গোরস্থান নির্মাণে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হোক। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ডঃ হাসেম উদ্যোগী হয়েছেন। কোয়েংগা এবং ভিক্টোরিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত (নর্থ হলিউড) পিয়ের্স ব্রাদার্স সেনেটারীতে খোঁজ খবর নেন। ডঃ হাসেম আমাদের জানালেন, কমিউনিটির মানুষ একত্রিত হয়ে যদি একশোটির মতো কবরের জায়গা ক্রয় করে বাংলাদেশী গোরস্থান নির্মাণ করেন তাহলে বাস্তবায়ন সম্ভবপর। অনেকেই একাধিক জায়গা কিনে আখেরাতের ভাগিদার হতে পারেন যা পরবর্তীতে বিক্রয় করে দিতে পারবেন। এই কথা শোনার পর অনেকেই এ ব্যাপারে উৎসুক হয়ে ওঠেন এবং উৎসাহ প্রকাশ করেন।

ধর্মীয় কর্মকান্ডে কোন ধরণের রাজনীতি বা পছন্দনীয় বিভেদের উর্দ্ধে আখেরাতের স্বার্থে আমরা (একুশ) সকল উৎসাহী ব্যক্তিবর্গদেরকে ডঃ হাসেমের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে গোরস্থান কমিটির মিটিং ডাকার আহ্বান জানাচ্ছি। একুশ প্রচারের ক্ষেত্রে সকল ধরণের সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। ইতিপূর্বে যারা অগ্রজ ভূমিকা পালন করেছেন যেমন, আতিক ভাই, শালু ভাইদের মতো ব্যক্তিদের সাথে একত্রে গোরস্থান নির্মাণে এগিয়ে আসার জন্য কমিউনিটির সকল স্তরের মুসলিম ভাই-বোনদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে একুশ। এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন মমিনুল হক বাচ্চু, সোহেল রহমান সহ প্রমুখ। সকলেই মৃত্যু পথযাত্রী হিসাবে একটি প্রশ্নে, আসুন আমরা দলমত নির্বিশেষে উদ্যোগী হই এবং অবিলম্বে একটি মিটিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশী গোরস্থান নির্মাণ করার চেষ্টা করি।

সর্বশেষ:

বর্তমানে উক্ত স্থানে একটি কবরের জায়গার দাম ৳ ৩৫৯৫ ডলার, যদি একসাথে পঞ্চাশটা কবর ক্রয় করা যায় তাহলে ৳ ২,০৯৯ ডলারের মতো পড়বে। ১০% ডাউন ও ১০.৯% ইন্টারেষ্ট রেট, ৬০ মাসের কিস্তিতে পুরো ডিসেম্বরে এই রেটে ল্যান্ড ক্রয় করা যাবে। ঠিকানা: Pierce Brothers Valhalla Memorial Park & Mortuary, 10621 Victory Boulevard, North Hollywood, CA 91606, Phone Number: (818) 763-9121 অথবা ডঃ এম এ হাসেম ২১৩ ২০০ ০৯৮৪

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আলবাকারকি, নিউ মেক্সিকোর বাঙালিরা

একুশের নিজস্ব প্রতিনিধি

আলবাকারকি, নিউ মেক্সিকো ২৭ নভেম্বর, ২০০৭: বাংলাদেশের সম্প্রতি মর্মান্তিক সাইক্লোনে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের জন্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আলবাকারকি, নিউ মেক্সিকোর বাঙালিরা। তারা চাঁদা উঠিয়েছেন ১৪০০ ডলার। সেই চাঁদা বরিশালের অঞ্চলে বিতরণের ব্যবস্থা করেন তারা। এই উদ্যোগে রয়েছেন দিদার, অপি, মোহাম্মদ ভাই, মজুমদার ভাই এবং সালাম।

১৫ ডিসেম্বর মুসলিম পাবলিক এ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলের ৭ম বার্ষিক কনভেশন

একুশ রিপোর্ট

আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৭ মুসলিম পাবলিক এ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলের ৭ম বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে লং বীচ কনভেনশন সেন্টার। বক্তা হিসাবে আসছেন লস এঞ্জেলেস টাইমসের প্রকাশক ও সিইও ডেভিড হিলার, ডঃ ইংগ্রিড ম্যাটসন, ডঃ ফাওয়াজ জর্জ, ডাঃ মেহের হাতুত, আহম্মেদ ইউনিস প্রমুখ। এবারের কনভেনশনের থীম ''ইসলাম ঃ এ কল ফর লাইফ, লিবার্টি এন্ড দ্যা পারস্যুইট অব হ্যাপিনেস''। প্লানেটরী সেশনের মধ্যে থাকবে লাইফ এবং লিবার্টি। ওয়ার্কশপের মধ্যে রয়েছে কাউন্টারিং ইসলামোফোবিয়া ইত্যাদি। কনভেনশনে ইয়ূথ প্রোগ্রাম থাকবে। আরও থাকবে চিলড্রেন প্রোগ্রাম।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়ায় বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধাদের আংশিক তালিকা

একুশ রিপোর্ট

ডঃ তৌফিক চৌধুরী, একাদশ বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সেক্টর-৩। নাসের চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য সাঈদুর রহমান প্যাটেল, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য স্বাধীন বাংলা ফুটবল টীম, সাবসেক্টর নির্ভয়পুর, সেক্টর-২। মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, লালবাগ থানা কমান্ডার, সেক্টর-২। মোশারফ হোসেন খান, চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু, মুন্সিগঞ্জ, সেক্টর-২ এবং মোতালেব হোসেন, মুন্সিগঞ্জ, সেক্টর-২। জাহেদুল মাহমুদ জামী, ঢাকা নর্থ কোম্পানী, সেক্টর-২, ডঃ জয়নুল আবেদীন, চৌদ্দগ্রাম, সেক্টর-২, কামরুল আহসান হেলু, মুজিব বাহিনী, কমান্ডার, তেতুলিয়া, খালেক সরদার, মেহেদীগঞ্জ, সেক্টর-৯, খায়রুল ইসলাম চৌধুরী, সেক্টর-৪। আহমেদ খালেক, সেক্টর-৩। ইসমাইল হোসেন, সিরাজগঞ্জ, রৌমারী ইয়ুথ ক্যাম্প, ইনচার্জ সেক্টর-১১। মাহবুব আলম, কালকিনি থানা, সেক্টর-ত। ডঃ আবুল হাশেম, লৌহজং, সেক্টর-২। মোস্তাফিজুর রহমান, মাশুয়াখাল, মতলব, সেক্টর-২। নূর বাবুল, নারায়ণগঞ্জ থানা, সেক্টর-২। আবুল মনসুর ফরিদী, ফরিদপুর সদর, সেক্টর-৩। আবদুস সালাম, চিটাগাং, সেক্টর-১১, মোতালেব হোসেন, মুন্সিগঞ্জ, সেক্টর-২ এবং আবুল খায়ের, সেক্টর-৩। ***(চলবে)***

মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা আপডেট করুন। যোগাযোগ: ৫৬২ ৪০৫ ৬১৫১, ৩২৩ ৩০৭ ১৩২৮, ২১৩ ৮৪২ ৭৩০৮, ৮১৮ ৯৪১ ৩৮৭৬

জামায়েত নেতা মুজাহিদ নিজামী, কাদের মোল্লা, স্বাধীনতা বিরোধী আমলা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে ক্যালিফোর্ণিয়ায় বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিবাদ

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়ায় বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধাগণ জামায়েত নেতা, জামায়েত পন্থী আমলা এবং শিক্ষকদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের দাবীসমূহের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। তাঁরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা সহ ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী জানিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, জামায়েত ইসলামী মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী এই দলটি আমেরিকাতেও বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক সংগঠনের নামে নিজেদের সংগঠিত করছে এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে ধর্মের নামে সুকৌশলে প্রভাব বিস্তার করছে। বাংলাদেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের কর্তব্য হলো এদের ধর্মের মুখোশ উন্মোচন করে এবং এর মত ঘৃণাভরে এদের প্রত্যাখান করা। লক্ষ শহীদের রক্ত, লক্ষ মায়ের অশ্রু, স্বামীহারা স্ত্রীর কান্না, ভাইহারা বোনের আহাজারি, লাখো মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই মহান মুক্তিযুদ্ধ। এই স্বাধীনতাকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা যারা দেখায়, বাংলার মাটিতে তাদের বিচার না করা পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ অসমাপ্ত থেকে যাবে। আজও ইহুদী হত্যার জন্য নাজীদের বিচার হচ্ছে, কম্বোডিয়ায় গণহত্যার বিচার শুরু হচ্ছে, রোয়ান্ডায় গণহত্যার বিচার চলছে। তবে কেন বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ বাঙালি হত্যার বিচার হবে না।

৭১'এর স্বাধীনতার পরে মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার বা বঙ্গবন্ধুর এক ইশারায় যারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো, বঙ্গবন্ধুর করুণা ভিক্ষায় সেই আলবদর রাজাকাররা আবার বিষ বৃক্ষের মতো ডালপালা ছড়িয়ে প্রকাশ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধ অস্বীকার করে নিজেদের চরম দেশদ্রোহী ও যুদ্ধাপরাধী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। ক্যালিফোর্ণিয়া বসবাসরত প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রগতিশীল ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী এবং লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সকলকেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা এবং ধর্মের নামে সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ড বেআইনী ঘোষণা দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

প্রবাসী বাংলাদেশী ভাইবোনদের প্রতি আবেদন

সম্প্রতি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় 'Sidr' এ জানমালের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার সচিত্র প্রতিবেদন এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসন ও অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে যে পরিমাণ সম্ভাব্য আর্থিক সাহায্য দরকার তা লস্ এঞ্জেলেস্থ বাংলাদেশী-আমেরিকান এবং স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্থার প্রতিনিধিদের অবহিত করার লক্ষ্যে লস এঞ্জেলস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল বিগত ০২ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে মাননীয় কনসাল জেনারেলের বাসভবনে "Cyclone SIDR – Impact of Colossal Devastation on Bangladesh's Economy & Assistance Required to Rebuild the Affected Area of Bangladesh" শীর্ষক একটি ব্রিফিং সভা ও নৈশভোজের আয়োজন করে। উক্ত ব্রিফিং সভা কাম নৈশভোজে স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশী, বাংলাদেশী - আমেরিকান ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ছাড়াও Southern California Islamic Center, The Sri Lankan Foundation, South Asia Network, Church of Jesus Crist এবং Church of Scientology এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠানে পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে তথ্য ও চিত্রাদি উপস্থাপন করেন ভাইস কনসাল জনাব মোঃ নুরল ইসলাম ও ভাইস কনসাল জনাব শামীম আহমেদ। জনাব মোঃ জাহিদুল হক কমার্শিয়াল কাউন্সেলর অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন।

মাননীয় কনসাল জেনারেল মোঃ আবু জাফর উক্ত অনুষ্ঠানে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির সর্বশেষ তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, বাংলাদেশ সরকারের একার পক্ষে দুর্গত এলাকার অবকাঠামোর পুনর্গঠন ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পূনর্বাসন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি উপস্থিত সকলকে এবং তাদের মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ সংস্থাকে বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানান। উপস্থিত আমেরিকার বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্থার প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন এবং বাংলাদেশের সাইক্লোন দূর্গত মানুষের জন্য তাদের নিজ নিজ সংস্থার পরিচালিত ত্রাণ কার্যক্রম সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন। এছাড়া, এ সাহায্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার প্রদান করেন।

বাংলাদেশের ঘূর্ণিদূর্গতদের সাহায্যার্থে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাৎক্ষণিকভাবে মার্কিন ডলার ১৫,০০০ (পনের হাজার) - এর চেক প্রদান করেন এবং আরও প্রায় ১০,০০০ মার্কিন ডলার সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার উক্ত অনুষ্ঠান থেকে পাওয়া যায়। কনসাল জেনারেল উপস্থিত সকলকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সাইক্লোন দূর্গতদের সাহায্যের লক্ষ্যে স্বতঃস্ফুর্তভাবে নিঃস্বার্থ দানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদা অঙ্গরাজ্যের লাস ভেগাস শহরে অবস্থিত নেভাদা ইসলামিক সোসাইটির সহযোগিতায় উক্ত শহরে বসবাসরত বাংলাদেশী আমেরিকান নাগরিকগণ সম্প্রতি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় 'SIDR' এ ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের সাহায্যের জন্য তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি নৈশভোজের আয়োজন করে। লাসভেগাসস্থ নেভাদা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ কামাল, স্থানীয় ব্যবসায়ী জনাব বেলায়েত হোসেন এবং তাঁর পুত্র জনাব মীর সাইফুল আজম উক্ত অনুষ্ঠানটি আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। লস এঞ্জেলস্থ বাংলাদেশের মাননীয় কনসাল জেনারেল মোঃ আবু জাফর উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশী, বাংলাদেশী - আমেরিকান ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকাসহ অন্যান্য দেশের বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। ইসলামিক সোসাইটির পরিচালক ড. আব্বাস আসলাম অনুষ্ঠাটির সঞ্চালক ছিলেন। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠানে পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে তথ্য ও চিত্রাদি উপস্থাপন করেন সহকারী অধ্যাপক ডঃ কামাল হোসেন। কনসাল জেনারেল মোঃ আবু জাফর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। লাস ভেগাসস্থ স্থানীয় বাংলাদেশী আমেরিকান নাগরিকগণ তাদের বাড়ীতে প্রস্তুত খাবারের মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথিদের নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন।

বাংলাদেশের ঘূর্ণিদূর্গতদের সাহায্যার্থে উক্ত অনুষ্ঠান থেকে মার্কিন ডলার ৭৮,৭৫০ (আটাত্তর হাজার সাতশত পঞ্চাশ) সংগ্রহ করা হয়, যার মধ্যে মিশরীয় বংশোদ্ভূত একজন চিকিৎসক একাই ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) মার্কিন ডলার প্রদান করেন। কনসাল জেনারেল এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ইসলামিক সোসাইটি অব নেভাদাসহ উপস্থিত সকলকে সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানান ।

এছাড়া ঘূর্ণিঝড় SIDR - এ ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশী/ বাংলাদেশী-আমেরিকানদের দূর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এবং সরকারী ত্রাণ তহবিলে সাহায্য প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানান।

সাম্প্রতিক ভয়াবহ সাইক্লোনের কারণে দেশের সাইক্লোন কবলিত দক্ষিণাঞ্চলের জনগণ এক কঠিন সময় অতিক্রম করছেন। জাতির এই সংকটময় মূহুর্তে দূর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তাদের প্রতি সমবেদনা জানানো ও সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য লস এঞ্জেলেস্থ বাংলাদেল কনস্যুলেট এবং বাংলাদেশ সরকার প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। প্রবাসী বাংলাদেশীগণ বিভিন্ন সময়ে কনস্যুলেটের সঙ্গে যোগাযোগ করে অর্থ প্রেরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী/ তথ্যাদি জানতে চেয়েছেন। যারা দ্রুত এবং নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের মাধ্যমে দান করতে আগ্রহী তাদেরকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনাদের দানকৃত সকল চেক/ মানি অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি Payable to : ``Prime Minister's Relief and Welfare Fund'' চেকের নীচে মেমোতে ''Chief Advisor's Relief and Welfare Fund'' উল্লেখ করে কনস্যুলেটের ঠিকানায় (Consulate General of Bangladesh, 4201 Wilshire Blvd, Suite # 605, Los Angeles, CA 90010) পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

যারা সরাসরি প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে দান করতে চান, তারা সরাসরি নিম্ন ঠিকানায় অনুদান পাঠাতে পারেন ঃ

Chief Adviser's Relief and Welfare Fund
Current A/c No. 33004093
Sonali Bank
Prime Minister's Office Branch
Tejgaon, Dhaka.

বাংলাদেশ কনস্যুলেট এই দানকৃত অর্থ দ্রুত এবং নিশ্চিতভাবে দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করবে এবং এ ব্যাপারে কোন ফি প্রদান করতে হবে না।

এ সম্পর্কে কোন তথ্য জানার থাকলে সরাসরি যোগাযোগ করুন ঃ জনাব শামীম আহমেদ, ভাইস কনসাল ও পাবলিক রিলেশন অফিসার, কনস্যুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ, লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্ণিয়া। ফোন ঃ (৩২৩) ৯৩২-০১০০, (৩২৩) ৯৩২-০০১৩।

কনসুলেট জেনারেল অব দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ, লস এঞ্জেলেস, ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ক্যালিফোর্ণিয়া নর্থরীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যের দ্বিতীয় লেকচারশীপ ও বই প্রকাশনা উৎসব

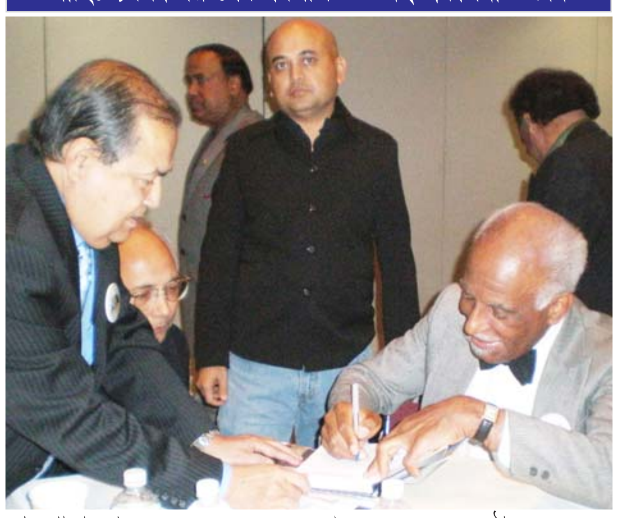

শেষ পাতার পরঃ

নর্থরীজ বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গৌরবান্বিত বোধ করে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে হিউমিনিটিজ বিভাগের ডীন ডক্টর এলিজাবেথ সে। তিনি তার বক্তব্যে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ লাভে নজরুল সাহিত্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভূক্তি করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টার দৃঢ়তা প্রকাশ করেন।

এখানে উল্লেখ্য ২০০২ সালে ৮ম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন, তরঙ্গ অব ক্যালিফোর্ণিয়ার উদ্যোগে নর্থরীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নজরুল সাহিত্যের বিশালতায় বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তৎকালীন তরঙ্গের নির্বাহী পরিচালক কাজী বেলাল ও ডক্টর গুলশান আরা কাজীর নিকট তাদের প্রত্যয় ব্যক্ত করে। সে থেকেই শুরু হয় এক অদম্য পরিকল্পনা যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নজরুল এনডোউমেন্ট ফান্ড। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে ঢাকা রোটারী ক্লাবের মাধ্যমে সংগৃহিত হয়েছে ইংরেজী ও স্প্যানিশে অনুবাদকৃত নজরুলের সাহিত্য কর্ম এবং পর্যায়ক্রমে চলছে নজরুল লেকচারশীপ প্রোগ্রাম। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে এ বছর অনুষ্ঠানে ৬০ জনের মতো ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং হিউমিনিটিজ বিভাগ তাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করে অতিরিক্ত ক্রেডিট প্রদানের। অত্যন্ত আনন্দ ও গর্ব সহকারে বলতে হয় যে, ১৯৩২ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য কর্ম অন্তর্ভূক্তির পর বাংলা সাহিত্যের আরেক নক্ষত্র কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য কর্ম নর্থরীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভূক্তি বাঙালি জাতির জন্য এক মহাআনন্দের অধ্যায়ের সূচনা হলো।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন লস এঞ্জেলেসে নিযুক্ত বাংলাদেশের মাননীয় কনসাল জেনারেল জনাব আবু জাফর। জনাব আবু জাফর তার বক্তব্যে নর্থরীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ প্রচেষ্টাকে বাংলাদেশের জন্য এক সম্মান ও বাংলা সাহিত্যের পশ্চিমে এক নব দিগন্তের উন্মোচন বলে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান এবং ভবিষ্যৎ সকল কার্যক্রমকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলো বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর উইনস্টন ল্যাঙ্গলীর নজরুলের বিশাল সাহিত্য কর্মের উপর নাতিদীর্ঘ আলোচনা। উল্লেখ্য প্রফেসর ল্যাঙ্গলীই প্রথম পশ্চিমা বিশ্বের লেখক যিনি নজরুলের উপর গ্রন্থ লিখেছেন ''Kazi Nazrul Islam, The voice of Poetry'' যা নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশ করে ২০০৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী। একটানা ৪৫ মিনিট প্রফেসর ল্যাঙ্গলী নজরুল সাহিত্যের বিশালতা, বর্তমান বিশ্বে এ মহামানবের লেখনীর প্রয়োজনীয়তা একের পর এক যখন উদ্ধৃত করে যাচ্ছিলেন তখন হল ভর্তি অতিথিরা পিনপতন স্তব্ধতার মধ্যে মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন এ কবির সাহিত্যের সম্ভারতা। মনে হচ্ছিলো কবি এসেছেন, বলে যাচ্ছেন, ''Even though I was born in Bengal but I belong to this World'' প্রফেসর ল্যাঙ্গলী বক্তব্যের পরিসমাপ্তি টানার পর মাননীয় কনসাল জেনারেলকে আহ্বান জানান আনুষ্ঠানিকভাবে বইটি উপহার দেবার জন্য। মাননীয় কনসাল জেনারেল প্রফেসর ল্যাঙ্গলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আমেরিকায় প্রকাশনা উৎসবের উদ্বোধন করেন। নিমিষের মধ্যে সমস্ত বই বিক্রী হয়ে যায় এবং উপচে পড়েন অতিথিরা প্রফেসর উইস্টন ল্যাঙ্গলরি স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক নাসার্ড কলেজের উংরেজীর অধ্যাপিকা ডক্টর নীলা সাকসেনা। অনর্গল ২৫ মিনিট কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যের বিশ্লেষণ করে মুগ্ধ করে ফেলেন অনুষ্ঠানের আগত অতিথি ও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে। আরো বক্তব্য রাখেন নর্থরীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মুস্তফা রাজগার এবং 'একুশ' পত্রিকার সম্পাদক কাজী মশহুরুল হুদা।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল নজরুল এনডোউমেন্ট ফান্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যথাক্রমে তরঙ্গ অব ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্যতম নির্বাহী সদস্য এনামুল হামিদ ও মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী। স্থানীয়ভাবে জনাব জয়নাল আবেদীন, ডাঃ হাসেম, জনাব খন্দকার আলম ছাড়াও উপস্থিত অতিথিরা নজরুল এনডোউমেন্ট ফান্ডে চেক প্রদান করেন। ক্যালিফোর্ণিয়া ভিত্তিক সংগঠন লীড ফাউন্ডেশন সংগৃহিত অর্থের সমুদয় টাকা ম্যাচ করে ফাউন্ডেশনের ট্রেজারার কেলী থমসনের মাধ্যমে ডক্টর ফিলিস হারমানের কাছে চেক প্রদান করেন। তরঙ্গ অব ক্যালিফোর্ণিয়ার বরাত দিয়ে জানা যায় এনডোউমেন্ট ফান্ডে ১৫ হাজার ডলার সংগৃহিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য লস এঞ্জেলেসের মাননীয় কনসাল জেনারেলের স্ত্রী গত বৈশাখী মেলায় নিজের হাতে চাইনীজ খাবার বানিয়ে বিক্রি করে এক হাজার ডলার সংগ্রহ করেন এবং তা কনসাল জেনারেল আবু জাফর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করেন।

সবশেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়। স্থানীয় সংগীত শিল্পীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন বদি আলম ও কুসুম আলম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন তরঙ্গ অব ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্যতম নির্বাহী সদস্য ডক্টর আবদুল্লাহ আল মামুন এবং ডক্টর চন্দ্রা খান।

লস এঞ্জেলেসে অভিনব সৌখিন শিল্পীর গানের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি

গত ২৩ নভেম্বর, ২০০৭ লস এঞ্জেলেসের সুবুদ হাউসে এই প্রথমববারের মতো সৌখিন শিল্পীদের আসর অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান সমন্বয়কারী উদ্বোধনীতে বলেন যে, প্রবাসে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বা মতানৈক্য আছে বা থাকতে পারে। কিন্তু সৌখিন শিল্পী হিসাবে এই সকল হিংসা, বিদ্বেষকে উপেক্ষা করে উক্ত ব্যক্তিবর্গ যাতে ব্যক্তিগত জীবনে একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আনন্দ করতে পারে তারই উদ্দেশ্যে সৌখিন শিল্পীদের আসর চালু করা হয়েছে। যারা পেশাদার বা গানের শিল্পী নন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিত্ব তাদেরকে নিয়েই হবে এ যাত্রার শুরু। তিনি বলেন, প্রবাসে যারা সৌখিন শিল্পী বা উৎসাহী রয়েছেন তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা অপর একটি উদ্দেশ্য। সেই সাথে থেরাপিউটিক প্রক্রিয়া বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে প্রবাসে মানসিক উৎপীড়নের মাঝে গুনগুনিয়ে গান শেখার অভ্যাস দৈহিক টেনশন ও স্ট্রেস রিলিফের ক্ষেত্রে সহায়ক। এছাড়া পজেটিভ ইমেজ, সাহস ও জড়তা কাটাতে সাহায্য করবে।

সৌখিন শিল্পী হিসাবে প্রথমে গান পরিবেশন করেন পান্না খান, ডঃ হাসেম, কাজী মশহুরুল হুদা, সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিক, এনামুল হক এমরান। এরা গান গেয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। নবীন ও সৌখিন গায়ক শিল্পী হিসাবে চমৎকার গান পরিবেশন করেন। এছাড়া সৌখিন শিল্পী হিসাবে গান গাইতে ওঠেন লিটন, শিউলি, রেহানা সুলতানা, বকুল, কার্টার, সেলিম, বিলকিস হোসেন, চাঁদ সুলতানা। প্রথম প্রয়াসের সাফল্যে আয়োজকবৃন্দ নিয়মিত ভিত্তিক সৌখিন শিল্পীর গানের আসর চালু করার ঘোষণা দেয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সৌখিন কবিরও কবিতা পাঠ হয়। কবিতা আবৃত্তি করে শোনান নাহার আপা ও কাজী সাবু। শুধু তাই নয়, ষোলকলা পূর্ণ করে সৌখিন কৌতুকাভিনয় করে সৈয়দ এম হোসেন বাবু। গভীর রাত পর্যন্ত চলে এই অভিনব এবং মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। উপস্থাপক ঘোষণা দিয়ে বলেন যে, সৌখিন গানের আসরে এওয়ার্ড দেওয়ার প্রচলন থাকবে তাদের জন্য যে সকল প্রফেশনাল শিল্পীবৃন্দ নিঃস্বার্থভাবে কমিউনিটির সৌখিন শিল্পীদের গানের ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা করবে। প্রথম প্রয়াসে যার নাম এওয়ার্ড প্রাপ্য হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে তিনি হচ্ছেন ঝুমুর এন্টারটেইনমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা সংগীতজ্ঞ আলী আশরাফ রুনুকে। তিনি পেয়েছেন নিঃস্বার্থভাবে নতুন শিল্পীদের প্রেরণা ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য।

সৌখিন শিল্পীদের প্রথম অনুষ্ঠানে যে সকল প্রফেশনাল শিল্পী হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেছেন তারা হচ্ছেন রবি চৌধুরী ও মোঃ জামান এবং তবলায় রলিন। এরা সকলেই সৌখিন শিল্পীদের অনুরোধে গান পরিবেশন করেন। সেই সাথে গান পরিবেশন করে মুক্তা। ঘোষণায় বলা হয় যে, পরবর্তী সৌখিন শিল্পীদের আসর অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৯ জানুয়ারী, শনিবার, ২০০৮। বাংলাদেশ সেন্টারের সৌজন্যে। সমগ্র অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়কারী ও উপস্থাপক ছিলেন কাজী মশহুরুল হুদা। সহযোগিতায় শংকু আইচ, জাহান হাসান, রুনু, বাবু প্রমুখ। গ্র্যান্ড স্পন্সর ছিলো লিটন। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে শিশু শিল্পী বিজয়া।